দৈনিক সংবাদ

তারিখ 04 APR 1986
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

37

সিলেট ষ্টেশনে সংঘর্ষে ১জন নিহত ॥ আহত ২১ ॥ পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট বন্ধ ঘোষণা ॥ সান্ধ্য আইন জারি

সিলেট, ২রা এপ্রিল (জেলা বার্তা পরিবেশকের ফোন) ।-আজ সিলেট রেল ষ্টেশনে পলিটেকনিক ছাত্র ও ষ্টেশনের কর্মচারীদের মধ্যে সৃষ্ট গোলযোগের সময় মকবুল হোসেন (৩০) নামে এক ব্যক্তি নিহত ও ২১ জন আহত হয়েছে। কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্যে সিলেট পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট বন্ধ করে দিয়েছেন এবং ইনষ্টিটিউটের আশপাশের এলাকায় সান্ধ্য আইন জারি করা হয়েছে।

সকাল পৌনে ৯টায় একজন পলিটেকনিক ছাত্র সুরমা মেলে ঢাকা থেকে বিনা টিকেটে সিলেট এসে নামে। ফলে তার কাছ থেকে তৃতীয় শ্রেণীর দ্বিগুণ ভাড়া আদায় করা হয়। পরে ওই ছাত্র পলিটেকনিক ছাত্রাবাসে গিয়ে ১৫/২০ জন ছাত্রকে ডেকে আনে ও রেল ষ্টেশনের একজন কর্মচারীকে অপহরণের চেষ্টা চালায়। এ সময় তাদের সাথে ছাত্রদের সংঘর্ষ শুরু হয়। ষ্টেশনের পানের দোকানদার খোজার খলা গ্রামের বাসিন্দা মকবুল হোসেন গোলমাল থামানোর জন্যে মধ্যস্থতা করতে এগিয়ে গেলে ছুরিকাহত হয়। হাসপাতালে নেয়ার পথে সে মারা যায়। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে কয়েকশ' বিক্ষুব্ধ লোক পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটের সুরমা হোষ্টেলে চড়াও হয় ও আগুন ধরিয়ে দেয়। তারা হোষ্টেলের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। আড়াই ঘণ্টা ধরে

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

সিলেট

(১ম পাতার পর)

চেষ্টা চালিয়ে সকল বাহিনী আগুন আয়ত্তে আনে। ছাত্র-জনতার সাথে সংঘর্ষের সময় একজন পুলিশ আহত হয়। পুলিশরা সেখানে উপস্থিত ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব কায়কোবাদ হোসেনকে গুলীর হুকুম দিতে চাপ দেন। তিনি রাজী না হলে তাকে প্রহার করা হয়।

পুলিশ হোষ্টেলটি ঘিরে রেখেছে। সিলেটের এডিসি জানিয়েছেন পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে। এ ব্যাপারে জিআরপি থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ইনষ্টিটিউটের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ইউনুস খানকে গ্রেফতার করেছে।